পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ২২ শ সংখ্যা
১৭ই চৈত্র ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩১শে মার্চ ১৯৮৪ ইং ॥ ২৭শে জঃ সানি ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩১শে মার্চ ১৯৮৪ | ৩৭শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৯ম পারা ১৩শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৫
* ৯১তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৮
* মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার	জনাব খন্দকার আজমল হক	১১
* সংবাদ :		১৫

শোক সংবাদ

জনাব মুন্সী রহিমউল্যা ভূঁঞা গ্রাম পূর্ব সুলতানপুর ফাজিল পুর জামাত ফেনী তিনি গত ৮ | ৩ | ৮৪ইং রোজ বৃহাস্পতিবার ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে··· ···রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৫ বৎসর তিনি ১৯৪৯ | ৫০ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর নির্দেশিত পথে কোরবানী করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই ছেলে ও এক কন্যা এবং বহু গুণগ্রাহী রাখিয়া যান। মরহুম জামাতের প্রবীন মুরুব্বীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সকলের নিকট সালাম. ক্ষমা ও দোওয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

বিঃদ্রঃ—গত ১১ই মার্চ ১৯৮৪ইং জলসায় বাদ জোহর মরহুমের গায়েব জানাজা পড়ান হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

৩১শে মার্চ ১৯৮৪ইং : ১৭ই চৈত্র ১৩৯০ বাংলা : ৩১শে এহ্সান ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **১৩শ রুকু**

১০১। যমীনের মূল অধিবাসীদের পরে যাহারা উহার ওয়ারিস হইয়াছে তাহাদিগকে কি এই কথা হেদায়েত দেয় নাই যে, আমরা চাহিলে তাহাদের পাপসমূহের জন্য তাহাদিগকেও আযাব দিতে পারি এবং তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরও করিয়া দিতে পারি, যাহার ফলে তাহারা (হেদায়াতের কথা) শুনিতে পারিবে না।

১০২। এইগুলি ঐসকল শহর, যাহাদের বৃত্তান্তের কতকাংশ আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নির্দশনাবলীসহ আসিয়াছিল, কিন্তু তবুও তাহারা ঈমান আনিতে পারে নাই, যেহেতু তাহারা পূর্বেই (তাহাদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, আল্লাহ এইভাবে কাফেরদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর করিয়া দেন।

১০৩। এবং আমরা তাহাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার পালনকারী পাই নাই, বরং তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা দুস্কৃতকারী পাইয়াছি।

১০৪। অনন্তর তাহাদের পরে মুসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন এবং তাহার সর্দারদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু তাহারা সেই নির্দশনাবলীর প্রতি অন্যায় আচরণ করিল, অতএব দেখ ফাসাদকারীদের কি পরিণাম হইয়াছিল !

১০৫। এবং মুসা বলিয়াছিল, হে ফেরাউন ! নিশ্চয় আমি সকল জগতের রাব্বের নিকট হইতে প্রেরিত রসুল।

১০৬। ইহাই কর্তব্য যে, আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত যেন আমি কোন কিছু না বলি ; নিশ্চয় আমি তোমাদের রাব্বের পক্ষ হইতে এক সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অতএব তুমি বনি ইসরাইলকে আমার সংগে যাইতে দাও।

১০৭। সে বলিল, তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাকিলে, উহা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১০৮। তখন সে (মুসা) তাহার লাঠি যমীনে নিক্ষেপ করিল, এবং কি আশ্চার্য্য ! নিমিষে উহা এক অজগর হইয়া গেল।

১০৯। এবং সে তাহার হাত বাহির করিয়া ছিল এবং কি আশ্চার্য ! উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধবধবে সাদা দৃশ্যমান হইল।

১৪শ রুকু

১১০। ফেরাউনের জাতির সরদারগণ বলিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর।

১১১। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিতে চাহে, এখন (তাহার সম্বন্ধে) তোমরা কি পরামর্শ দাও?

১১২। তাহারা ফেরাউনকে বলিল, তাহাকে এবং তাহার ভ্রাতা (হারুনকে) কিছু অবকাশ দাও, এবং নগরে নগরে ঢেঁটরাওয়ালাগণকে পাঠাইয়া দাও।

১১৩। (যাহাতে) তাহারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে যেন তোমার সমীপে আনিয়া দেয়।

১১৪। এবং (ব্যাপক চেষ্টার ফলে) যাদুকরগণ ফেরাউনের নিকট জমা হইল এবং বলিল, আমরা জয়লাভ করিলে নিশ্চয় আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে।

১১৫। ফেরাউন বলিল, হাঁ (নিশ্চয়ই) তাছাড়া তোমরা আমার পরিষদগণের মধ্যে স্থান লাভ করিবে।

১১৬। তাহারা বলিল, হে মুসা, তুমি কি আগে নিক্ষেপ করিবে অথবা আমরা (আগে) নিক্ষেপ করিব?

১১৭। মুসা বলিল, তোমরা আগে নিক্ষেপ কর, অতএব যখন তাহারা (তাহাদের রশি এবং লাঠিগুলি) নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা লোকদের চক্ষে যাদু করিয়াছিল এবং তাহারা তাহাদেরকে ভীতি বিহ্বল করিয়া দিল এবং তাহারা এক মহাযাদু পেশ করিল।

১১৮। এবং আমরা মুসার প্রতি ওহী করিলাম, যে তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর (যখন মুসা উহা নিক্ষেপ করিল) এবং কি আশ্চার্য! নিমিষে উহা তাহাদের ইন্দ্রজালকে গ্রাস করিতে লাগিল।

১১৯। তখন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল, উহা মিথ্যা নিষ্ফল হইয়া গেল।

১২০। তখন তাহারা তথায় পরাজিত হইল এবং লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিল।

১২১। এবং যাদুকররা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সেজদায় পড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল।

১২২। তাহারা বলিল, আমরা সকল জগতের রাব্বের প্রতি ঈমান আনিলাম।

১২৩। যিঁনি মুসা এবং হারুনের রাব্ব।

১২৪। ফেরাউন বলিল, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই কি তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ? নিশ্চয় ইহা এক গভীর চক্রান্ত, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া এই শহরে করিয়াছ, যাহাতে তোমরা ইহার অধিবাসীদিগকে বাহির করিয়া দিতে পার, অতএব তোমরা অচিরেই (ইহার ফল) জানিতে পারিবে।

৯২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদ অবাধ্যতার জন্য আড়াআড়িভাবে কাটিয়া দিব, অতঃপর তোমাদের সকলকে ক্রুশে লটকাইয়া দিব।

১২৬। তাহারা বলিল, (ইহাতে কি হইবে?) আমরা আমাদের রব্বের দিকেই ফিরিয়া যাইব।

১২৭। তুমি আমাদের উপর শুধু এইজন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের রাব্বের নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনিয়াছি যখন উহা আমাদের নিকট আসিল। (আমরা এখন প্রার্থনা করিতেছি) হে আমাদের রাব্ব! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য্য দাও এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

খোদাতায়ালার নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের চেষ্টা এবং আল্লাহতায়ালার পথে মুজাহেদা (সাধ্য-সাধনা)

১। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রিতে উঠিয়া নামায পড়িতেন। এমন কি, তাঁহার পা ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। এক বার আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রসুলুল্লাহ, আপনি এত কষ্ট করেন কেন? আল্লাহ তায়ালাত আপনার পূর্বাপর সব কসুর ক্ষমা করিয়াছেন।" তিনি (সাঃ) বলিলেন, "আমি কি ইহা চাহিব না যে, আমার প্রভু ও আমার রব্বের এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহার শোকরগোজার (কৃতজ্ঞ) বান্দা হই?" (বোখারী, কিতাবু-ত-তাফসীর)

(২) হযরত রাবীয়াহ্ বিন কসয়াব (রাজিঃ) ছিলেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাদেম (সেবক) এবং 'আহ্লু সুফ্ফা'র অন্যতম। তিনি বর্ণনা করেন: রাত্রিতে আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতের জন্য তাঁহার গৃহে শুইতাম। রাত্রিতে উঠিয়া তাঁহার জন্য তাঁহার ওজুর পানি আনিতাম এবং অন্য কাজ-কর্ম করিতাম। একদিন তিনি বলিলেন: 'আমার নিকট কিছু চাইতে হইলে চাও।" আমি বলিলাম এই দোওয়ার দরখস্ত আপনার নিকট করিতেছি যে, বেহেশতেও যেন আপনার সঙ্গে থাকি। হজুর (সাঃ) ফরমাইলেন: ইহা ছাড়াও কি আর কিছু চাও?" ইহার উত্তরে আমি বলিলাম, বাস, যথেষ্ট।" তিনি বলিলেন, "আমি দোওয়া করিব কিন্তু অনেক অনেক সেজদা ও দোওয়া দ্বারা তুমিও এই বিষয়ে আমার সাহায্য করিবে।" (মুসলিম, বাবু ফাজলি স-সুজুদ)

(৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সুস্থ ও সবল মুমেন দুর্বল স্বাস্থ্যহীন মুমেন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহতায়ালার অধিক প্রিয়।

প্রত্যেক জিনিষে ইষ্ট আছে। যাহা লাভজনক, সর্বদা আকাঙ্খা ও যাচনা করিবে। আল্লাহতায়ালার নিকট সাহায্য চাহিবে। নিরুপায় হইয়া বসিবে না। যদি তোমার কষ্ট বা ক্ষতি হয়, তবে ইহা বুঝিবে না যে তুমি এরূপ করলে ঐরূপ হইত না; বরং এই বলিবে, আমি চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আল্লাহতায়ালার গোপন উদ্দেশ্য (তাহার তকদীর) এই ছিল। আল্লাহতায়ালা যাহা চান, করেন। হায়হুতাশ এবং পস্তানো শয়তানের আছর বা প্রভাবের স্বীকৃতি বটে।" (মুসলিম, কিতাবুল কদর)

(৪) হযরত আনাস (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর তরফ হইতে 'হাদিস-কুদসি' রূপে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহতায়ালা বলেন: যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি দুই হাত তাহার নিকট আসি। যখন সে হাটিয়া আমার দিকে আসে, তখন আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হই।" (মুসলিম, কিতাবুল-যিক্‌রে ওয়াদ্‌ দোয়া)

(৫) হযরত আবু যার (রাজিঃ) বর্ণনা করিতেছেন ঃ একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে কেহ কোন 'নেকী' (পুণ্য কর্ম) করে, আমি তাহাকে দশ গুন, বরং তাহাপেক্ষা অধিক সওয়াব (পুণ্যফল) দিব এবং যদি কেহ কুকর্ম করে, তবে আমি তাহাকে ঐ অন্যায়ের সমান সাজা দিব বা তাহাকে ক্ষমা করিব।

যে ব্যক্তি এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি এক গজ তাহার নিকটে আসি এবং যে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয়, আমি দুই গজ তাহার নিকটে অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হাটিয়া চলে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। যদি কোন জাতি দুনিয়া ভর্তি গোনাহ্ নিয়া আমার নিকট আসে এবং আমার সহিত কাহাকেও শরীক না করে, আমি তাহার প্রতি তত বড় ক্ষমা নিয়া উপস্থিত হইব এবং তাহাকে ক্ষমা করিব।"

('মুসলিম, কিতাবুল-জিক্‌রে বাবু ফাজলিজ-জিকরে ওয়াদ-দোয়া)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ ঃ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ **ফোন ঃ ২৫৯০২৪**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁহার আগমন উদ্দেশ্য এবং তাঁহার সত্যতার নিদর্শনাবলী

"খোদাতায়ালা আমার সম্পর্কে সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, "জগতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু জগতে তাহাকে গ্রহণ করে নাই, পরন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন।" ইহা কি সম্ভব যে, খোদার পক্ষ হইতে প্রেরিত ব্যক্তি কখনও ধ্বংস হইতে পারে ?..... ..যদি এই কর্মকাণ্ড ও ব্যবস্থা মানবরচিত হইত, তাহা হইলে তোমাদের আক্রমণের মোটেও প্রয়োজন হইত না; খোদাতায়ালা নিজেই ইহাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করিতে যথেষ্ট ছিলেন। আফসোস, আকাশ সাক্ষ্য দান করিতেছে, কিন্তু তোমরা শোন না। পৃথিবী খোদার প্রেরিত ব্যক্তির আবশ্যকতা ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু তোমরা সেই দিকেও দৃষ্টিপাত কর না। হে হতভাগ্য জাতি! উঠ এবং দেখ, এই বিপদসঙ্কুল সময়ে যখন ইসলামকে (উহার শত্রুদের কর্তৃক) পদতলে পিষ্ট করা হইল, অপরাধীদের ন্যায় উহাকে অপমানিত করা হইল, উহাকে মিথ্যার গণ্ডিতে নিক্ষেপ করা হইল এবং অপবিত্র বলিয়া চিহ্নিত করা হইল, সেই সময়েও কি খোদাতায়ালার গয়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) উত্তেজিত হইত না? এখন নিশ্চিত জানিবে যে, আসমান ঝুঁকিয়া আসিতেছে এবং সেই দিন অত্যাসন্ন, যখন 'আনাল-মওজুদ' —'আমি বিদ্যমান আছি'-এর ধ্বনি প্রতিটি কর্ণকুহরে পৌঁছিবে.....(প্রতিশ্রুত) শতাব্দী (ঃিঃ চতুর্দশ শতক।-এর শিরোভাগ কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর নাই? উহার চৌদ্দ বৎসর (বর্তমানে একশত চারি বৎসর—অনুবাদক) অতিবাহিত হইয়া যায় নাই কি? (প্রতিশ্রুত) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ তোমাদের চক্ষের সামনে সংঘটিত হয় নাই কি? পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উদিত হয় নাই কি? সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প সম্বন্ধে কি তোমরা কিছুই খবর রাখ না, যাহা হযরত মসীহ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সম্প্রতি সংঘটিত হইয়াছে যাহা জনবসতিগুলিকে বরবাদ ও বিধ্বস্ত করিয়াছে? এবং সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, উহার সংলগ্ন সময়ে (পূর্বেই) মসীহ আসিবেন। তোমরা পাদরী আথম সম্পর্কিত নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর নাই কি? যাহা আমাদের সৈয়দ ও মওলা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে? পণ্ডিত লেখরাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী কি তোমরা এখনও শোন নাই? তোমরা কি খোদাতায়ালার ক'ছে এতটুকুও লজ্জাবোধ

কর না, যিনি হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংঘটিত তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ও আঘাতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া হিঃ চতুর্দশ শতাব্দী আসিতেই তোমাদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা কি জরুরী ছিল না যে, খোদাতায়ালার ওয়াদাসমূহ সঠিক সময়ে পূর্ণ হইত? বল, এই যাবতীয় নিদর্শন দেখার পরও তোমাদের কি (পরিবর্তন) ঘটিয়াছে?···আকাশে আদম-সন্তানদের হেদায়তের জন্য এক মহা উদ্দীপনা বিরাজ করিতেছে এবং তৌহীদের মোকদ্দমা হযরতে-আহদীয়াত আল্লাহতায়ালার সমক্ষে পেশকৃত রহিয়াছে। কিন্তু এই যামানার অন্ধগণ এখনও বেখবর বসিয়া আছে! আসমানী সেলসেলা (সংগঠন) তাহাদের দৃষ্টিতে কিছুই সম্মান ও মর্যাদা রাখে না! হায়, যদি তাহাদের চোখ উন্মীলিত হইত এবং তাহারা দেখিতে পারিত যে, কিরূপ নিদর্শনাবলী প্রকাশমান হইয়া চলিয়াছে ও ঐশী সাহার্য-সমর্থন সংঘটিত হইতেছে এবং নূর উদ্ভাসিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে! মোবারক (ধন্য) তাহারা, যাহারা উহাকে আহরণ করে।" ('কিতাবুল-বারিইয়া'—পৃঃ ২৫-৩৩১)

"যদি আমি স্ব-প্রণদিতভাবে দাবী করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতে পার। কিন্তু যদি খোদাতায়ালার পবিত্র নবী (সাঃ) তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের দ্বারা আমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং আল্লাহতায়ালা আমার জন্য তাঁহার উজ্জল নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নিজেদের জানের উপর জুলুম করিও না। ইহা বলিও না, 'আমরা মুসলমান, কোন মসীহ ইত্যাদিকে আমাদের গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন?' আমি তোমাদিগকে সত্যসত্যই বলিতেছি, যে আমাকে গ্রহণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে গ্রহণ করে যিনি আমার সম্পর্কে তের শত বৎসর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এবং আমার সময়কাল ও জামানা এবং আমার কাজ চিহ্নিত করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে সে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে প্রত্যখ্যান করে যিনি আদেশ দিয়াছেন যে 'ইহাকে গ্রহণ কর'।

('আইয়ামুস-সুলেহ—পৃঃ ৯৩

"সুতরাং আমার পরে আর কাহার অপেক্ষা করিবে? ঐ সকল আলামত ও লক্ষণাবলীর যথার্থ প্রতীক ও স্বাক্ষর তো সে ব্যক্তি, যিনি ঐ সকল আলামত ও লক্ষণাবলী প্রকাশমান ও সংঘটিত হওয়ার সময়ে উপস্থিত ও বিদ্যমান রহিয়াছেন; সে ব্যক্তি হইতে পারে না, এখনও জগতে যাহার কোন অস্তিত্বই নাই। অদ্ভুত ধরনের হৃদয়ের এই কাঠিন্য, যাহা বুঝিরা উঠিতে পারিতেছি না—যখন আমার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় লক্ষণ ও নিদর্শন প্রকাশিত হইল এবং আমার বিরোধিতায় সকল প্রকারের চেষ্টা সাধিত হইয়াও সেগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল, তথাপি অন্য কাহারও প্রতীক্ষা করা হইতেছে! হাঁ, ইহা সত্য যে আমি দৈহিকরূপে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হই নাই এবং দুনিয়াতে যুদ্ধ ও রক্তপাত করার উদ্দেশ্যেও আমি আসি নাই, বরং ন্যায় মীমাংসা ও মিলন ঘটাইবার জন্য আসিয়াছি। নিশ্চিত আমি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, আমার পর কিয়ামতকাল পর্যন্ত এরূপ কোন মাহদী আসিবেন না, যিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত দ্বারা জগতে

অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটাইবেন, আর এতদসত্বেও তিনি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। তেমনিভাবে এরূপ কোন মসীহও আসিবেন না যিনি কোন এক সময়ে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। এতদ উভয় সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যান। এ সবই অপেক্ষপূর্ণ দুরাশা, যাহা এই জামানার লোকদিগকে কবর-গহ্বরে লইয়া যাইবে। কোন মসীহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবে না, এবং কোন খুনী মাহদীও আসিবে না। যাঁহার আসিবার ছিল, তিনি আসিয়া গিয়াছেন। সে ব্যক্তি আমিই, যাহার মাধ্যমে খোদার ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে। যে আমাকে গ্রহণ করে না, সে খোদাতায়ালার সহিত যুদ্ধ করে—এজন্য যে, কেন তিনি এইরূপ করিলেন?" (তবলীগে-রেসালত; দশম খণ্ড, পৃঃ ৭৭—৭৮)

"আমাদের জামাতের জন্য জরুরী এই অন্ধকারপূর্ণ বিপদ-সঙ্কুল যুগে, যখন চতুর্দিকে বিপথগামিতা, গাফলত ও গুমরাহীর ঝড় প্রবাহিত, তাঁহারা যেন তাকওয়া অবলম্ব করেন। দুনিয়ার অবস্থা এই যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহতায়ালার হুকুম-আহকামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদাবোধ নাই। শরীয়ত নির্দেশিত হক ও অধিকার এবং জরুরী উপদেশাবলীর কোনই পরোয়া নাই। মানুষ দুনিয়া এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে সীমাতিরিক্ত নিমগ্ন। সামান্য পার্থিব ক্ষতি হইতে দেখিলেই দীনের হিস্সা পরিত্যাগ করা হয় এবং আল্লাহর হক নষ্ট করা হয়। যেমন, উল্লিখিত অবস্থা সম্পত্তির বণ্টনেও পরিলক্ষিত হয়। লোভ-লালসার বশবর্তী হইয়া তাহারা একে অন্যের সহিত মিলিত হয় ও পরস্পর আদান-প্রদান করে, এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার মোকাবেলায় অত্যন্ত দুর্বল সাব্যস্ত হয়। যতক্ষণ আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে সংগতি ও সামর্থহীন অবস্থায় রাখেন, ততক্ষণই পাপ কাজে দুঃসাহস করিতে বিরত থাকে, কিন্তু যখন একটুও দুর্গতির নিরসন হয় এবং গোণাহর সুযোগ ঘটে, তৎক্ষণাৎ উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জামানায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া লও, সর্বত্রই ইহার সন্ধান পাইবে যে প্রকৃত তাকওয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং সাচ্চা ঈমান সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু খোদাতায়ালার অভিপ্রায় ও তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের মধ্যে সাচ্চা তাকওয়া এবং ঈমানের বীজ যেন কখনও বিনষ্ট হইতে না দেন, সেইহেতু যখন তিনি দেখিলেন যে, (ঈমান ও তাকওয়ার) এক ফসল ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি আর এক ফসল উৎপন করেন।

সেই চিরসজীব পবিত্র কুরআন আজও মওজুদ। যেমন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন:

"ইন্না নাহ্নু নায্যাল্নায্ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফেজুন।"

(অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিব।) পবিত্র আহাদিসের বিপুল অংশও মওজুদ আছে এবং আশিস ও বরকত সমূহও বিদ্যমান আছে। কিন্তু বর্তমান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে ঈমান এবং আমলি হালত (সৎ কর্মের মর্যাদা) একেবারেই হাওয়া হইয়া গিয়াছে। খোদাতায়ালা আমাকে এই জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন যেন এই সকল বিষয় (সাচ্চা তাকওয়া; ঈমান ও নেক আমল) পুনরুজ্জীবিত হয়। খোদাতায়ালা যখন দেখিলেন যে উক্ত ময়দান খালি পড়িয়া আছে, তখন তিনি তাঁহার 'উলুহিয়ত' তথা খোদায়ী-এর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী মোটেই পছন্দ করিলেন না যে উক্ত ময়দান শুন্য থাকুক এবং মানুষ তাঁহার নৈকট্য হইতে এমনিভাবে দুরে পড়িয়া থাকুক। সেইজন্য এখন এই জামানার উল্লিখিত মানুষদের মোকাবেলায় খোদাতায়ালা জিন্দা ও জীবন্তদের একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং সে উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রচার হউক যেন মানুষ তাকওয়া লাভ করে।" ('মলফুজাত" ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

৯১তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর

সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক ভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর --৩)

সমগ্র বৎসর ব্যাপী আল্লাহতায়ালা জামাতে আহমদীয়ার উপর যে সকল ফজল ও কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন সেগুলি গণনা করাও অসম্ভব।

আহমদীয়া জামাতের দ্বারা আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি দেশের লোক দ্বীনে-ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যে ভূষিত হইতেছেন।

বিশ্বের ৩৮ দেশে জামাত আহমদীয়ার ২৪০টি নিয়মিত মিশন কর্মতৎপর রহিয়াছে।

সর্বমোট ১০২টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে; এ বৎসর তিনটি নতুন মিশন কায়েম করা হইয়াছে।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে জামাত আহমদীয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতির ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী ঃ

জগৎময় আহমদীয়া জামাতে জাগরণের এক অসাধরণ ঢেউ খেলিয়াছে।

বিশ্বের বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন-কেন্দ্র হইতে আহমদীয়াতের প্রোগ্রাম প্রচারিত হইতেছে।

রাবওয়া—২৭শে ডিসেম্বর, জামাত আহমদীয়ার ৯১তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে প্রদত্ত ভাষণে সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ) জামাতের উপর বিগত বৎসর ব্যাপী বর্ষিত ঐশী কৃপা ও জ্যোতির্বিকাশ সমূহ বর্ণনা করেন। সেই প্রসঙ্গে জামাতের কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিটির কার্যক্রম ও অগ্রগতির পৃথক বর্ণনা দান করেন। হুজুর প্রথমে পাকিস্তানে জামাত আহমদীয়ার সংস্থা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উল্লেখ করেন এবং উহার শাখা ও বিভাগ এবং উপপ্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমবর্ধমান উন্নতি সবিস্তারে উল্লেখ করার পর পাকিস্তানের বাহিরে জামাতে আহমদীয়ার উল্লেখ করেন।

হুজুর বলেন, সমগ্র জগত ব্যাপী জামাত আহমদীয়ার মধ্যে এক অসাধারণ জাগরনের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। আহ্বাবে-জামাত নিজেদের সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার হুজুরে উৎসর্গ করিয়া দিতে প্রস্তুত। সারা জগত হইতে আমার নিকট এরূপ কল্পনাতীত আত্মোৎসর্গ সুলভ প্রেরণা ও ভাবাবেগপূর্ণ চিঠি-পত্র আসিতেছে যে আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। অনেক আহ্বাবকে

আমি জানিও না—তাঁহারা লিখেন যে 'আমাদের জন্য দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের শাহাযত লাভের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কোন কোন বন্ধু লিখেন, 'আমাদের সর্বস্ব আল্লাহর পথে দান করিয়া দিয়া আমরা ফকির হওয়ার জন্য প্রস্তুত।' হুজুর বলেন, জগতময় আল্লাহতায়ালার এহসানাত ও অনুগ্রহরাজি আমাদের হাম্‌দ ও প্রশংসা অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং আমরা আল্লাহতায়ালার এহসান সমূহের শোকর আদায়ে অক্ষম।

হুজুর পাকিস্তানের বাহিরে জামাতে আহমদীয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্তমানে জগৎ ব্যাপী ৩৮টি দেশে ২৪০টি নিয়মিত মিশন (প্রচার-কেন্দ্র) কাজ করিতেছে। বর্তমানে বিশ্বের মোট ১০২টি দেশে নিয়মিত জামাত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বৎসর (১৯৮৩ইং) তিনটি দেশে নুতন মিশন-হাউস স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে স্পেনে গ্রানাডা মিশন, কানাডায় ভেঙ্কোভার মিশন এবং ইংল্যাণ্ডে আক্সফোর্ড মিশন। এতদ্ব্যতীত, গ্লাসগো এবং পূর্ব লণ্ডনেও নতুন মিশন কায়েম করা হইতেছে। দশটি দেশে, যেখানে পূর্ব হইতে জামাত কায়েম ছিল, ২৭টি নতুন জামাত কায়েম হইয়াছে। ৩১টি নতুন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে।

তবলীগের ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী ঃ

তাহরীকে-জদীদের ব্যবস্থাধীনে জগতময় ইসলামের তবলীগী প্রচেষ্টা ও কর্ম-প্রয়াস প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) অত্যন্ত মানমুগ্ধকর ও ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন, নেয়াজা প্রদেশে বাজারে এক খ্রীষ্টান যুবকের সহিত একজন আহমদীর সাক্ষাৎ-পরিচয় হইল। খ্রীষ্টান যুবক সেই আহমদীকে তাহার গ্রামে লইয়া গেল। সেখানে গ্রামের চল্লিশ জন ব্যক্তিকে তবলীগ করা হইল। তাহাদের মধ্যে ২০ জন সেখানেই ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ঘানায় ছয় জন পাদ্রী সাহেবান ইসলামে দাখিল হইয়াছেন। এই পাদ্রীগণ নিজ নিজ ফের্কার নেতা ও প্রধান ছিলেন। একজন মুয়াল্লেম তাঁহার পঁচিশ জন সাথীসহ আহমদী হইয়াছেন। সিরালিউনের এক জায়গায় চব্বিশজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আহমদীয়াত তথা ইসলাম কবুল করিয়াছেন। তাহাদের পরিবার-পরিজনদের সংখ্যা হইল চৌরাশি জন। মকোরোতে কয়েক বৎসর পূর্বে আহমদী মুবাল্লেগকে আদেশ বলে বহিস্কার করা হইয়াছিল এবং তবলীগ করার অনুমতি ছিল না। হুজুর বলেন, দুনিয়ার কানুন খোদাতায়ালার কানুনের সামনে কিরূপেই বা তিষ্ঠিতে পারে ?! সেই জায়গায় কোন মুবাল্লেগ ব্যতিরেকে দুইশত জন ব্যক্তি সমন্বয়ে জামাত স্থাপিত হইয়াছে এবং সেখানকার আহমদীদের এখলাস ও নিষ্ঠার অবস্থা হইল এই যে, তাহাদের মধ্যে একজন আহমদী ভ্রাতা তাহার পকেটে সর্বদা হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ শহীদ (রাঃ)-র ছবি লইয়া ঘুরেন। তাঁহার বক্তব্য হইল, "ইহা আমি এজন্য করি যে, আমাকেও আল্লাহতায়ালা যেন শাহাদতের সৌভাগ্যে ভূষিত করেন।' কেনিয়ার কসুমু শহরের একটি মসজিদ হইতে এক-জন আহমদী মুবাল্লেগকে মারিতে মারিতে বহিস্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবারে সেখানকার মুয়াল্লেম নিজে দাওয়াত দিয়াছেন, "এখানে আসিয়া আপনি নামাজ পড়ান",

এবং তিনি দরখাস্ত করেন, খোৎবাও যেন নিজেই দেন। এখানে ১৩ জন ব্যক্তি বয়েত করেন। সিরালিউনের একটি খ্রীষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে মোহতারম নাজির আহমদ সাহেবকে বহিস্কৃত করা হইয়াছিল। সেখানকার বিশপ নিজে পেরামাউন্ট চীফের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন যাহাতে সেখানে আহমদীয়া স্কুল স্থাপন করার অনুমতি না দেওয়া হয়। সেখানে শুধু স্কুল স্থাপনের অনুমতিই দেওয়া হয় নাই বরং স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩৫টি নতুন বয়েতও অনুষ্ঠিত হয়।

আফ্রিকার বিচারালয়সমূহের কৌতুহলপূর্ণ রায়সমূহ ঃ

পাকিস্তানের বাহিরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জামাত আহমদীয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতির কথা উল্লেখ করিতে গিয়া হুজুর (আইঃ) আফ্রিকার আদালতসমূহের মনমুগ্ধকর রায় বা ফয়সালাসমূহও বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন, একজন আহমদীর বিরুদ্ধে জনৈক গয়র আহমদী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিলেন যে, 'এই ব্যক্তি আজান দেয়, অথচ সে অমুসলিম। তাহাকে আজান দিতে বাধাদান করা হউক।' বিচারক উভয়ের নিকট তাহাদের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ চাহিলেন। আহমদী তৎক্ষণাৎ তাঁহার বয়েতফরম পেশ করিয়া দিলেন। পক্ষান্তরে বিপক্ষের নিকট কোন লৈখিক প্রমাণ ছিলনা। বিচারক বয়েতফরম দেখিয়া বলিলেন, "এই আহমদী তো নিশ্চিত পাকা মুসলমান, কিন্তু অপর ব্যক্তিটির বিষয়ে কিছুই বলা যাইতে পারে না।"

তেমনিভাবে মোরুগুরোতে একটি মাত্র আহমদী গৃহ ছিল। তিনি একটি বা-মওকা (চমৎকার, উপযুক্ত) প্লটে মসজিদ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিলেন যে, 'একজন একা ব্যক্তির পূর্ণ একখানা মসজিদ নির্মাণ করিবার কি প্রয়োজন বা অধিকার?' বিচারক আহমদীকে ডাকাইলেন। সেই আহমদী বলিলেন, 'যদি কোন একা একজন ব্যক্তির খোদার গৃহ নির্মাণ করার প্রয়োজন বা অধিকার নাই, তাহা হইলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কি প্রয়োজন বা অধিকার ছিল যে তিনি একা (একজনের জন্য) খোদার গৃহ নির্মাণ করিলেন?' বিচারক এই যুক্তিতে এতই অভিভূত হইলেন যে তিনি বলিলেন, "এখানে শুধু যে মসজিদ ও মিশন-হাউস নির্মাণেরই অনুমতি রহিয়াছে তাহাই নয় বরং সকল বিরুদ্ধবাদীগণও সেখানে উপস্থিত হউন এবং ভিত্তি-স্থাপনের অনুষ্ঠানে যোগদান করুন।"

(ক্রমশঃ)

(দৈনিক আল-ফজল, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৪)

অনুবাদ :— **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪। কোরআন পাকে যে সমস্ত বিষয়াবলির উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উহাদের প্রতি বিশ্বাস আনিলেই সাধারণ অর্থে একজনকে মোমেন বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আমলের দিকে শ্রেষ্ঠ, তাহারাই প্রকৃত মোমেন বলিয়া বিবেচিত, আর মোমেনদের যিনি নেতৃত্ব বা শিক্ষা দিবেন, প্রকৃত মোমেনিয়াতের বৈশিষ্ট তাহার ভিতর থাকা অপরিহার্য্য। কেননা মোমেনদের ভিতর যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তাহাদের নেতৃত্ব দিবার যোগ্য। মোমেনিয়াতের প্রধান বৈশিষ্টগুলি কোরআন পাকের সুরা মুমেনুনের প্রারম্ভিক আয়াত সমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, নামাজে বিনয়ী হওয়া ও উহার হেফাজত করা, ফাহেসা কথা ও কাজ হইতে বিরত থাকা, জাকাত আদায় করা, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, আমানতের খেয়ানত না করা ও ওয়াদা করিলে উহা পালন করা। এইগুলি যে কোন একটির অভাব মানুষকে মোমেনিয়াত হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমানতের খেয়ানতকারী বা ওয়াদা ভঙ্গকারী মানুষের নিকট অবিশ্বাসী রূপে পরিচিত হয়। এরূপ কোন ব্যক্তি ধর্মীয় নেতৃত্ব দিলে লোকে কখনও তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না এবং উহাতে বরকতও হইতে পারে না। বর্তমান আলেম সাহেবদের ওয়াজ-নছিহতের প্রতি কর্ণপাত না করার পিছনে খেয়ানত কারী, ওয়াদাভংগকারী প্রভৃতি মোমেনিয়াত বিরোধী বিষয় সমুহ কাজ করিতেছে কি না বিচার্য্য। হে বিজ্ঞ পাঠক, পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর কষ্টি-পাথরে যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখিতে পাইলেন যে বর্তমান ধর্মীয় নেতাদের আমলের অভাব, জ্ঞানের সল্পতা ও আদর্শহীনতাই মুসলমানদের সঠিক পথে পরিচালনায় ব্যর্থতার মুল কারণ এবং এই কারণেই সমাজ নৈতিক অবক্ষয়তার দিকে ধাবমান। ইসলামিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ না করার ফলেই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ভিতর ইসলামিক ভাব-ধারার বিকাশ ঘটিতেছে না। শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকেই বিভিন্ন ইজমে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। জনগণের ভিতর যদি সত্যিকার ইসলামিক ভাব-ধারার উন্মেষ ঘটিত তবে উহা দ্বারা অনুপ্রানিত ব্যক্তিগণই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হইতেন। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা জাতীয় শিক্ষাক্রমও অনুরূপভাবে লিখিত হইত এবং স্বাভাবিকভাবেই ইসলামিক তাহজিব ও তমুদ্দুন দ্বারা পরিচালিত হইত।

ইসলামিক মুল্যবোধের অভাবের ফলে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে যে ভয়াবহ দুর্বিপাকের ভিতর প্রবেশ করিতেছে ইহা হইতে পরিত্রাণের একটিই পথ। তাহা হইতেছে শতাব্দীর শিরোভাগে যাহার আগমনের ভবিষ্যতবানী হাদিস শরীফে করা হইয়াছে অর্থাৎ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ বা যুগ-ইমামকে গ্রহণ ও অনুসরণ করা। কেননা হাদিস শরীফে বলা হইয়াছে, "মাল্লাম ইয়ারেফ ইমামা জামানিহি, ফাকাদ মাতা মীতাতাল জাহেলিয়াতে"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জমানার ইমামকে না চিনিয়া মৃত্যু বরণ করিবে, তাহাকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিতে হইবে" (মসনদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল)। ইসলাম মানুষকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছে, জাহেলিয়াতের মৃত্যুর জন্য নয়। তাই জাহেলিয়াতের মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থাও আল্লাহ্‌পাক করিয়া রাখিয়াছেন। জাগতিক স্বার্থের বিনিময়ে ধর্মীয় নেতৃত্বের দাবীদারগণ যে এই মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম নয়, তাহা 'উপরের আলোচনার মাধ্যমে পাঠকগণ আশা করি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। অতএব মুসলমানদের আজ এমন এক ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে, যিনি ঐশি-শক্তি সম্পন্ন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ।

এখন প্রশ্ন হইল কে এই মহাপুরুষ? তাঁহাকে চিনিতে হইলে পাঠকবর্গকে আরও পিছনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। হাদিস শরীফে প্রতিশতাব্দীর শিরোভাগে যেমন একজন মোজাদ্দেদের আবির্ভাবের কথা আছে তদ্রুপ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষের আগমণের সুসংবাদও দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানদের নিকট এই মহা মানবই ইমাম মাহদী নামে সুপরিচিত। কোরআন পাকের সুরা সাফ ও সুরা জুমাতেও তাঁহার আগমনের উল্লেখ আছে। ভবিষ্যৎবাণীতে উল্লেখ আছে, যখন মুসলমানদের ভিতর ধর্মীয় মতবিরোধ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে ও ক্রুশীয় মতবাদ জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে তখন তিনি 'হাকামান আদালান' বা ন্যায় বিচারক, মীমাংসাকারী এবং ক্রুশ ধ্বংসকারীরূপে আবির্ভূত হইবেন। বস্তুতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ইতিহাস মুসলমানগণের চরম মতবিরোধের ইতিহাস। এই সময়েই শিয়া, সুন্নি বিরোধ, সুন্নি আহলে হাদিস বিরোধ, দেওবন্দী বেরেলভী বিরোধ প্রকট আকার ধারন করে। ক্রুশীয় মতবাদও এই সময়েই মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ইমাম মাহদীর আগমনের কালে যে সমস্ত আলামত বা চিহ্ন প্রকাশ হওয়ার কথা তাহাও এই সময়ে প্রকাশিত হইয়া তাহার আগমনের সাক্ষ্য দান করে। তাহার আগমনের সময় সম্পর্কিত একটি বিশেষ লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হইল। আশা করি বিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে সত্যকে চিনিবার জন্য উহাই যথেষ্ট হইবে। রছুলে পাক (সাঃ) বলিয়াছেন, "আমার মাহদীর সত্যতার এমন দুইটি লক্ষণ আছে যাহা আসমান ও জমিন সৃষ্টি হওয়া অবধি আজ পর্যান্ত অন্য কাহারও জন্য নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নাই। উহা হইতেছে একই রমজান মাসের যে যে তারিখে চন্দ্রগ্রহণ ও যে যে তারিখে সূর্য গ্রহণ হয় যথাক্রমে তাহার প্রথম ও মধ্যম তারিখে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হইবে" (দারে কুতনী পৃঃ ১৮৮)। উক্ত ঘটনা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বগোলার্ধে ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে সম্পাদিত হইয়া হাদিসের সত্যতার প্রমাণ দিয়াছে। ইহা হিজরী ১৩১১ ও ১৩১২ সনের ঘটনা। কোন প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমনের লক্ষণাদি তাঁর আগমনের সময়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের বিশেষ ভাবে চিহ্নিত লক্ষণ বিগত হিজরী সনের প্রারম্ভে পূর্ণ হইয়া প্রমাণ করিতেছে যে উহাই তাঁহার আগমনের নির্ধারিত কাল। এই সময়ে যদি মাহদীর দাবীকারক কেহ থাকিয়া

থাকেন তবে তাঁহাকে মান্য করাই রছুল পাক (সাঃ) এর নির্দেশ। সমসাময়িক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মতাবেক ১৩০৬ হিজরীতে হাদিসে বর্ণিত 'কাদেয়া' নামক স্থান হইতে এক ব্যক্তি মাহদীর দাবী করেন এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিস দ্বারা তিনি তাঁহার দাবীর সত্যতা প্রমান করেন। ঐ সময় আর কোন দাবী কারক না থাকায় উক্ত নিদর্শনের প্রেক্ষিতে তিনিই যে সত্য মাহদী, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মাহদীর আগমনের নিদর্শনাবলীর পুর্ণতার ভিতর দিয়া আল্লাহ পাক প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে চিনিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। যখন আকাশ ও পৃথিবী সাক্ষ্য দিতেছে "যায়াল মাহদী" "যায়াল মাহদী"—'মাহদী আসিয়াছে, মাহদী আসিয়াছে," তৎসত্বেও যদি কেহ তাঁহাকে চিনিতে না পারে তবে ইহা তাহার জন্য বড় দুর্ভাগ্যজনক। জামানাই সাক্ষ্য দিতেছে যে মাহদীর আগমনের সময় বহু পূর্বেই পার হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আর কোন নিদর্শনের প্রয়োজন হইতে পরে না। কোরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে যে 'আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিতগণই বিজয়ী হইয়া থাকেন।' অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, 'আল্লাহ মিথ্যা দাবীকারকের অস্তিত্ব নির্মুল করিয়া দেন।' কিন্তু কাদিয়ানে আবির্ভুত মাহদী (আঃ) এর দাবীর পর হইতেই তাঁহাকে ও তাঁহার জামাতকে বহু ভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করা সত্বেও আল্লাহ পাক তাঁর সফলতার দ্বার ক্রমেই প্রসারিত করিতেছেন। বরং যাহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছে, তাহারাই লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হইয়াছে। বর্তমান জানানায় পাকিস্তানের ভুট্টো সাহেব ইহার উজ্জল প্রমান।

যে মাহদী (আঃ) এর আগমনের সংবাদ পাইলে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইলেও যাইয়া তাঁহার নিকট বয়েত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, (সহি ইবনে মাজা দ্রষ্টব্য) তাঁর আগমন সংবাদ পাইয়া নিশ্চুপ থাকিলে হুজুর পাক (সাঃ) এর নির্দেশকেই যে শুধু অমান্য করা হয় তাহাই নয়, বরং তাঁহাকে যিনি পাঠাইয়াছেন সেই আল্লাহ পাককেই অমান্য করা হয়—আশা করি ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। মানুষের হেদায়েতের জন্য যাহার আগমন তাঁহার অনুসরন ব্যতীত যে হেদায়েত বা সুপথ পাওয়া সম্ভব নয়. ইহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রছুলের (সাঃ) নির্দেশ অমান্য করিয়া যুগ-ইমাম তথা প্রতিশ্রুত মাহদীকে গ্রহণ না করার ফলেই মুসলমানগণ হেদায়েতের কোন পথ পাইতেছে না, যে কারণে আজ তাহারা দিশেহারা। নৈতিক অবক্ষয় ও ইসলামিক মুল্যবোধের অভাবের কারণে সামাজিক জীবন বিপন্ন। আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত হওয়ার জন্য মুসলমানগণ তাঁর কোপানলে নিপতিত। মুসলিম রাষ্ট্র সমুহ আজ অশান্তির দাবানলে দগ্ধ, পর্যুদস্ত। ভ্রাতৃঘাতি দন্দ্বে তাহারা নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছে। ইসলামিক

সম্মেলন সংস্থা, ইসলামিক উম্মা প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে নিজেদের ঐক্য ও সংহতি গড়ার চেষ্টা শুধু ব্যর্থথার গ্লানিই বহন করিয়া আসিতেছে। বিষবৃক্ষরুপ ইসরাইল রাষ্ট্র মুসলিম দেশ সমুহের কেন্দ্র-বিন্দুতে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার সচিব জনাব হাবিব শাত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ইসলামিক উম্মার জন্য ইসরাইল একটি গুরুতর সমস্যা। বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র শক্তি সমুহ ক্ষুদ্র ইসরাইল এর ভয়ে সন্ত্রস্ত। মুসলমানগণ সম্মিলিত ভাবে দোয়া করিয়াও ইসরাইলের বিরুদ্ধে কার্যাকরী ফল ভালে ব্যর্থ হইতেছে। মরক্কোর বাদশা হাসানকে তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, "আমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া দিয়াছি তাই আল্লাহ্ও আমাদিগকে ছাড়িয়াছেন।" প্রকৃত ঈমান হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার কারণেই তাহাদের এই দুরাবস্থা।

আল্লাহর ক্রোধানল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মুসলমানদিগকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর উপর ঈমান আনিয়া কোরআনের এই দোয়ার সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে হইবে— "রাব্বানা ইন্নানা সামেয়না মোনাদিয়াই ইয়োনাদি লিল ঈমানে আন আমেনু বেরাব্বে কোম ফা আমান্না, রাব্বানা ফাগফেরলানা জুনুবানা ওয়া কাফফের আন্না সাইয়েয়াতেনা ওয়া তাওয়াফফানা মায়াল আবরার" অর্থ্যাৎ 'হে আমাদের প্রভু, আমরা এক আহ্বানকারীর আহ্বান শুনিয়াছি, তিনি আমাদিগকে ঈমান আনয়নের জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, অতঃপর আমরা ইমান আনিলাম। অতএব আমাদের গুনাহ্ সমুহ ক্ষমা করুন ও ভুল ত্রুটি সমুহ দুর করিয়া দিন ও নেককার হিসাবে মৃত্যু দিন।" অন্যথায় যে আজাব পৃথিবীময় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তদ্বারা আল্লাহতায়ালা তাঁর অমোঘ বিধান ও অভ্রান্ত ওয়াদা অনুযায়ী ধ্বংসের পর বিশ্বব্যাপী ইসলামের রুহানী বিজয়ের মাধ্যমে এক নুতন পৃথিবী গড়িবেন। আল্লাহ সকলকে সত্য চিনিবার শক্তি দিন। আমিন। **—খন্দকার আজমল হক**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাব্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতারাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টত দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্তি-এ-নূহ পৃঃ ২৯)

—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ সালানা জলসা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ সালানা জলসা সদ্যনির্মিত পাকা মসজিদের অভ্যন্তরে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও জাঁকজমকের সহিত বিগত ১৬ ও ১৭ই মার্চ, ১৯৮৪ রোজ শুক্র ও শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর এলাকার বিভিন্ন জামাত হইতে প্রায় শতাধিক মেহমান এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেন।

মরকজ হইতে আগত মোহতারম আলহাজ্ব মীর্জা আবদুল হক সাহেব (আমীর, পাঞ্জাব জামাতে আহমদীয়া), মোহতারম মৌলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেব, নাজের ওমুরে আম্মা, মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব, নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ এবং ঢাকা হইতে জনাব নুরুদ্দিন আহমদ খান, সেক্রেটারী জায়েদাদ, খাকসার ও তিনজন খাদেম এই জলসার শরীক হন।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, নতুন মসজিদ নির্মাণের পর প্রথম বারের মত এই জামাতের লাজনা ও নাসেরাত দীর্ঘদিনের আকাংখিত সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করার তোফিক লাভ করেন। সর্ব্বমোট সহস্রাধিক সদস্য এই জলসায় যোগদান করেন।

বিকাল ৩-০০ ঘটিকায় মসজিদের অভ্যন্তরে জলসা শুরু হয় এবং মহিলাদের জন্য জামাতের নির্মাণাধীন গৃহের সম্মুখে সামিয়ানার নীচে স্থান করা হয় এবং মাইকে জলসা শোনার ব্যবস্থা করা হয়। জলসার দুইটি অধিবেশনের মধ্যে প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনটিতে সভাপতিত্ব করেন মরকজ হইতে আগত ওফদের আমীর মোহতারম আলহাজ্ব মীরজা আবদুহু হক সাহেব। এই অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শরীফ আহমদ এবং নজম পাঠ করে শোনান জনাব বি, এ, মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার সাহেব (রাজশাহী)। অতঃপর মোহতারম আলহাজ্ব মীরজা আবদুল হক সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। দোওয়ার পর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব জলসার উদ্বোধনীভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি আহমদনগর জামাত প্রতিষ্ঠার স্মৃতিচারণ করিয়া বলেন, "আমি তখন কুমিল্লায় চাকুরী করি, সিলেট জেলার বাল্লা হইতে হিজরত করিয়া মৌলবী আবু ইছা, আবু মুসা ও আবু তাহের সাহেব এই জায়গায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। আমি তাহাদের নিকট আসিলেই তাঁহারা আমাকে এখানে বসতি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন, আমি পশ্চিম বংগ হইতে আসার পর স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য স্থান খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু কোথায়ও জায়গা মনঃপুত হইতেছিল না! আজ যে জায়গাটিতে নতুন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে, সে জায়গাটা মৌঃ আবু তাহের সাহেবের ভাইগণ কিনিতে চাহে নাই, কেননা তখনকার দিনে এই জমিটির বার্ষিক খাজনা ছিল বার টাকা। ইতিমধ্যে মৌলবী আবু তাহের সাহেবের মাতা (যিনি ওসিয়ত কারিনী ছিলেন) তিনি একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন, এই জমিটির মধ্যে একটি মিনারা, যাহার

মাথায় তারার ন্যায় মনি-মুক্তা ঝকমক করিতেছে এবং আসমান হইতে উহার উপর নুর ঝরিয়া পড়িতেছে। ভোরেই তিনি তাঁর ছেলেদেরকে ডাকিয়া স্বপ্নের কথা বলেন এবং অবিলম্বে জমিটি ক্রয় করার কথা বলিলে, তাহারা জমিটি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে আমি এই জমিটি তাহাদের নিকট হইতে কিনি এবং এই ভিটার এই জায়গায় প্রথমে ছণের মসজিদ এবং সংগে নিজ বাসগৃহ বানাই এবং পরে মসজিদের স্থানটি আমি আঞ্জুমানের নামে ওয়াকফ করিয়া দেই।"

অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জলসার উদ্দেশ্যাবলী ব্যক্ত করেন। এই বক্তৃতার পর জলসায় আগত মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবুল হাসান সাহেব। এই অধিবেশনে কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য্য, ওফাতে ঈসা (আঃ), সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং নেজামে খেলাফত ও এতায়াত সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব (নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ, রাবওয়া), মৌলবী আবু তাহের সাহেব, রাজশাহী হইতে আগত জনাব বি, এ, এম, এ, ছাত্তার সাহেব ও মোহতারম মৌলানা মোহাম্মদ শফি আশরাফ সাহেব (নাজের উমুরে আমা)। বক্তৃতার মধ্যে নজম পাঠ করে শোনান গাজী সালাহউদ্দিন সাহেব।

জলসার দ্বিতীয় ও শেষ অধিবেশন শুরু হয় ১৭ই মার্চ, ১৯৮৪ রোজ শনিবার সকাল সাড়ে নয় ঘটিকায়। এই অধিবেশনে করআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব, নজম পাঠ করেন জনাব শরীফ আহমদ সাহেব (প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমানে আহমদীয়া, আহমদনগর) এবং জামাতের উদ্দেশ্যে হেদায়াত মুলক সাধারণ বিষয়সমুহের উপর বক্তৃতা করেন মোহতারম আলহাজ্ব মীরজা আবদুল হক সাহেব এবং জামাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ সাহেব জিকরে হাবীব সম্পর্কে ও মৌলানা মোহম্মদ শফী আশরাফ সাহেব তাহরীকাতে হজরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) সম্পর্কে একটানা ৫৫ মিঃ বক্তৃতা করেন। অতঃপর খাকসার মৌলানা সাহেবের বক্তৃতার বিষয়বস্তু সমুহ জামাতের সকলের অবগতি ও হৃদয়াংগম করার জন্য সংক্ষিপ্ত বংগানুবাদ করিয়া শোনায়। ইহার পর সীরাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে ও দায়ী ইলাল্লাহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন জনাব আবুল হাসান ও মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব। মৌলানা সাহেব জামাতের বন্ধুদের প্রতি ব্যাপক তবলীগ করিয়া এতদঅঞ্চলের মানুষের দিল জয় করতঃ আহমদীয়াতের দিকে আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন।

সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এই অধিবেশনের সভাপতি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর মোহতারম আলহাজ্ব মীর্যা আবদুল হক সাহেব জলসার সমাপ্তি দোওয়া করেন। দোওয়ার এলানাত ও জলসার উভয় অধিবেশনের ঘোষণার দায়িত্ব ছিল খাকসারের উপর। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কিছু গয়ের আহমদী বন্ধুও জলসায় অংশ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত জলসার বক্তৃতাসমূহ শোনেন। এই জলসাকালীন ১৭ই মার্চ ৮৪ তারিখে বাদ ফজর মসজিদের প্রধান রাজমিস্ত্রি জনাব মমতাজউদ্দিন সাহেব বয়েত গ্রহণ করিয়া সিলসিলা আহমদীয়ায় দাখেল হন। তিনি ঢাকার মসজিদ (দ্বিতল), গেষ্ট হাউস নির্মাণেরও প্রধান রাজমিস্ত্রি ছিলেন। আল্লাহতায়ালা এই নবদীক্ষিত ভাইয়ের ঈমান, আমল ও সম্পদ বাবরকত করুন। আমীন।

—এ, কে, রেজাউল করীম

হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর তাহরীকাত

আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এর তাহরীকাত সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত, জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন রাবওয়া হইতে আগত সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাজের সাহেব উমরে আম্মা মোহতারম মৌলানা শফী আশরাফ সাহেব।

[বাংলায় উহার সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া গেল]

—এ, কে, রেজাউল করীম

জনাব নাজের সাহেব বলেন, "প্রথম দিবসে আমি নেজামে খেলাফত ও এতায়াত সম্পর্কে আপনাদেরকে বিশদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছি। এতায়াতে খেলাফতে নেজামের বৈশিষ্ট্য হইল—খেলাফত হইতে যে সকল এরশাদ হইয়া থাকে তাহার এতায়াত, এশায়াত ও সমর্থন থাকা জরুরী।"

আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) ১৯৮২ সনের ৯ই জুন তারিখে খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাহরীক করিয়াছেন সেই সমস্ত বিষয়ের দিকে আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১। এবাদত ঃ—

হুজুর আকদাস আমিরুল মোমেনীন হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এবাদতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুজুর আমাদেরকে মসজিদে বাজামাত নামাজ আদায় করার তাহরীক করেন। ব্যক্তিগতভাবে হুজুর (আইঃ) এই তাহরীক করার পর সর্বদা প্রত্যেক ওয়াক্তিয়া নামাজে হাজির হন। হুজুর (আইঃ) এর এই নির্দেশের পর রাবওয়ার অফিস ও দোকানগুলি নামাজের সময় বন্ধ থাকে এবং নামাজে হাজীরী অনেক বেশী হইতে থাকে। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, আমি আপনাদেরকে হুজুরের এই তাহরীক মোতাবেক বাজামাত নামাজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আপনাদের মসজিদগুলি যেন ওয়াক্তিয়া নামাজের সময় মুসল্লীদের দ্বারা এরূপ ভরপুর হয়—যেমন পেয়ালায় পানি পুরাপুরা ভরিয়া দিলে লপচাইয়া বাহিরে পড়ে তেমনি নামাজীদের দ্বারা যেন মসজিদগুলি উপচাইয়া পড়ে।

২। মালী কোরবাণী ঃ—

হুজুর (আইঃ) আমাদেরকে সঠিক বাজেট লেখানোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বন্ধুগণ চাঁদার সঠিক বাজেট লিখাইবেন। বাজেট লেখানোতে কোন অবস্থাতে মিথ্যার আশ্রয় নিবেন

না। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, আমি চাঁদার বাজেট ছাড়া অন্য বিষয়ে মিথ্যা বলুন তাহা বলি নাই। মিথ্যা সকল ক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য। যদি কোন বন্ধু হাজার টাকা আয় করেন এবং তিনি সেই মোতাবেক যদি চাঁদা না দিতে পারেন তিনি দরখাস্ত করিবেন কম রেটে চাঁদা দানের অনুমতির জন্য। এই সব ক্ষেত্রে চাঁদা কম হারে দেওয়ান অনুমতি দেওয়া হইবে।

৩। দায়ী ইলাল্লাহ ঃ—

হুজুর (আইঃ) জামাতের সকল বন্ধুদের দায়ী ইলাল্লাহ হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, এই কাজে সকলকে আগাইয়া আসিতে হইবে। বাংলাদেশ ইহার কমি লক্ষ্য করা যাইতেছে। সকল প্রতিকুলতার মধ্যেও আমাদিগকে একেকজন মোবাল্লেগ হিসাবে কাজ করিতে হইবে। আপনাদের কোরআন ও হাদীস সমূহের জ্ঞান নাই এই কথা বলিলে চলিবে না। গয়ের আহমদী ও অন্যান্যদের নিকট আপনাদের আমল ও আখলাকী নমুনা পেশ করিতে হইবে। আপনারা হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরামদের মত পথে-প্রান্তরে তবলীগ করুন। পথভ্রান্ত মানুষদেরকে আল্লাহ ও আহমদীয়তের দিকে আহবান করুন। শৈথিল্য পরিহার করিয়া দোওয়ার মাধ্যমে কাজ করুন।

৪। পর্দা-ব্যবস্থা ঃ—

মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) লাজনার কর্মকর্তাদের বলেন, যাহারা পর্দা করে না তাহাদেরকে লাজনার জলসায় ষ্টেজে বসিতে দিবেন না। পর্দা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে শরীয়ত মোতাবেক দেহকে ঢাকা হয়। এরূপ পর্দা নহে যাহা ফ্যাশনরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ফ্যাশন তো পর্দা না করার শামিল। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন ঃ হুজুর এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, চাদর ব্যবহার করিবে তাহারা যাহাদের পর্দা করার বয়স পুরাপুরি হয় নাই। প্রাথমিকভাবে চাদর ব্যবহার করার ফলে পরবর্তীতে তাহারা বোরখা ব্যবহার করিবে। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, হুজুর (আইঃ) পর্দার এই নির্দেশ জারী করায় আমাদের আমেরিকাবাসী লাজনা বোনেরাও বোরখা পরিধান করিতে শুরু করিয়াছেন। এমন কি গয়র আহমদী মহিলাগণের উপরও ইহার উত্তম আসর পড়ে। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, এই বৎসর সালানা জলসায় হুজুর (আইঃ) যে বক্তৃতা করেন তাহা মাইকে পুরুষদের জলসা গাহে সরাসরি প্রচার করা হয়। হুজুর পর্দার দিকে পুরুষদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুরুষদেরকে চক্ষু নীচের দিকে রাখার নির্দেশ দেন। তাছাড়া হুজুর (আইঃ) নারীদের প্রতি পুরুষদের উত্তম আচরণ করার হুকুম করেন। নারীদের হক যেন পূর্ণভাবে আদায় করা হয় সেই দিকে হুজুর (আইঃ) জামাতের সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

৫। বাইউতুল হামদ ঃ—

মোহতাম নাজের সাহেব জামাতের বন্ধুদেরকে হযরত খলিফাতুল মসীহ বারে (আইঃ) এর স্পেনে মসজিদে বাশারত উদ্বোধনের ঘটনা স্মরণ করাইয়া বলেন—উহার পরপরেই

জামাতের মধ্যে হুজুর (আইঃ) বাইউতুল হামদ নামক এক নতুন তাহরীক করেন। দবিদ্রদের গৃহ মেরামত করার জন্য হুজুর বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এই তাহরীক মোতাবেক হুজুর প্রাথমিকভাবে ১৯৮৯ সনে জুবিলী উৎসব উৎযাপনের পূর্বেই দরিদ্রদের ৯০০ গৃহ মেরামত ও গৃহহীন ভাইদের জন্য ১০০ নতুন গৃহ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন, এবং অবস্থাপন্ন বন্ধুদের নিকট এই খাতে চাঁদা দেওয়ার আহ্বান জানান। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, হুজুর (আইঃ) চাহেন, শুধু আল্লাহর গৃহ নির্মাণই নয়, দরিদ্রদের এই গৃহ হইতেও যেন আল্লাহতায়ালার হামদ শুনা যায়। এই খাতে হুজুর (আইঃ) নিজে দশ হাজার রুপী চাঁদা প্রদান করার কথা এলান করেন। পরে হুজুর (আইঃ) এই অঙ্ককে ১লাখ রূপীতে বর্দ্ধিত করেছেন। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, বাংলাদেশেও হুজুর (আইঃ) এর উক্ত তাহরীকে লাববায়েক বলিতে হইবে।

৬। জিন্দেগী ওয়াকফ ঃ-

হুজুর (আইঃ) চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদেরকে তাহাদের বাকী জীবন জামাতের নামে ওয়াকফ করার আহ্বান জানাইয়াছেন। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, আমরা বাংলাদেশ সফর করিয়া দেখিয়াছি, জামাতে কাজের লোকের খুবই অভাব। বন্ধুগণ যদি হুজুর (আইঃ) এর এই এরশাদ মোতাবেক সিলসিলার কাজের জন্য বাকী জীবন ওয়াকফ করেন, তবে জামাতে কর্মীর অভাব পূরণ হইবে। যেসকল আনসার ভাইদের সন্তান-সন্ততিগণ রোজগার করেন এবং তিনি নিজে পেনশন ভোগ করেন সেই সব বন্ধুদের জিন্দেগী ওয়াকফ করা অতীব জরুরী। তাহাদেরকে অবশ্যই ভাবিতে হইবে যে, তাহাদের এক কদম তো কবরের দিকে আগাইয়া আছে।

৭। ওয়াকফে আরজী ঃ-

মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, জামাতের বন্ধুদের মধ্যে ওয়াকফে আরজীর দিকে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। দুই হইতে ছয় সপ্তাহের জন্য নিজেদের সময়কে যদি বন্ধুরা ওয়াকফ করেন এবং বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেবর নিকট নাম পেশ করেন তবে জামাত সমুহের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হইবে। আপনারা যেটুকু জ্ঞান রাখেন তাহা নিয়েই জামাত জামাতে উপস্থিত হউন। ইহাতে নিজেদের জ্ঞানেরও চর্চ্চা হইবে। অন্যকে শিখাইতে গিয়া নিজেরাও অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। জামাতের মধ্যে নতুন রুহ পয়দা হইবে।

মোহতারম নাজের সাহেব ওয়াকফে আরজীর ব্যাপারে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, আপনারা দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইবেন না। আপনারা খোদার জন্য কাজ করুন। আপনারা ওয়াকফে আরজীতে বেশী বেশী করে নাম লিখান। সিলসিলার জন্য সময় দিন। আপনারা যদি খোদার জন্য কাজ করেন, তবে দুনিয়া আপনাদের পায়ের নীচে আসিয়া যাইবে। সময়কে অনর্থক নষ্ট করিবেন না।

৮। তাহরীক-এ-জাদীদ ঃ-

মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, হুজুর (আইঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, বর্তমানে তাহরীকে জাদীদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী দুনিয়ার বহু দেশে স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হই-

তেছে, এইজন্য তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। যে সকল বন্ধু তাহরীক-এ-জাদীদের দফতরে আউওয়ালে ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ওফাত লাভ করিয়াছেন। সেই সকল মৃত বন্ধু গণের সন্তান-সন্ততিগণ সেই ওফাতপ্রাপ্ত মোজাহেদীনের নামে তাহরীক-এ-জাদীদের চাঁদা দেওয়ার জন্য হুজুর (আইঃ) তাহরীক করেন। বাংলাদেশের জামাত সমূহও তাহরীকে-জাদীদের বিষয়ে লাব্বায়েক বলিবেন ইহা আমাদের আরজ।

৯। ভাষা শিক্ষা ঃ-

মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, হুজুর (আইঃ) এর এরশাদ অনুযায়ী আপনারা আরবী ভাষা শিক্ষা করুন। আরবী হরফের সহিত বিশেষ পরিচিত হউন। আপনারা বিসমিল্লাহ লিখিতে বাংলা হরফে 'বিসমিল্লাহ' না লিখিয়া আরবীতে بسم الله এইরূপ লিখুন। তিনি তাঁর ইন্দোনেশিয়ায় থাকাকালীন জীবনের স্মৃতিচারণ করিয়া বলেন, ইন্দোনেশিয়ানরা বিসমিল্লাহ লিখিতে ইংরেজী **B I S M** এইভাবে লিখেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনারা এইরূপ করিবেন না। আপনারা নাজেরা কোরআন করীম পড়িতে শিখুন।

মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, আমরা চট্টগ্রাম সফর করিয়া দেখিলাম সেখানকার কিছু খোদ্দাম ফরাসীভাষা শিক্ষা করিতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের উচিত আরবী ও উর্দু ছাড়া আরও একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা। ফলে আপনারা ঐ ভাষাভাষীদের সম্বন্ধে জানিতে পারিবেন এবং তাহাদের নিটক ইসলামের তবলীগ পেঁছাইতে পারিবেন।

১০। রাবওয়া পরিচ্ছন্ন করণ ঃ-

হুজুর (আইঃ) এইবার আমাদের বর্তমান কেন্দ্র রাবওয়াকে সুসজ্জিত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছেন এবং সেই কমিটি কাজও শুরু করিয়া দিয়াছেন। ১৯৮৯ সনে জামাতের জুবিলী উৎসবে যাহারা যোগদান করিবেন তাহারা যেন রাবওয়াকে একটি পরিচ্ছন্ন শহররূপে দেখিতে পান সেইজন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, আপনারা নিজ নিজ জায়গায় আপনাদের জামাত গুলিকে তদ্রুপ পরিচ্ছন্ন করিয়া গড়িয়া তুলুন।

১১। আহমদীয়া স্বাস্থ্য সংগঠন ঃ-

মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, এই বৎসর হুজুর (আইঃ) এই প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। দৈহিক দিক দিয়া আহমদীগণ অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য লাভ করুক ইহাই হুজুর (আইঃ) আশা করেন। এইজন্য তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়াকে খেলাধুলার টিম গঠন করার নির্দেশ দিয়াছেন। বিশ্বের অন্যান্য টিমের মোকাবেলায় আহমদী যুবকদের খেলাধুলার টিমসমূহ শীর্ষস্থান লাভ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল টিম রাবওয়ায় জুবিলী উৎসবের সময় খেলিবে। বাংলাদেশ মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়াকে এইরূপ টিম তৈয়ার

করিতে হইবে এবং বাংলাদেশের সেরা আহমদী খেলোয়ারগণের সমন্বয়ে এই টিম গঠিত হইবে। বাংলাদেশের এই টিম জুবিলী উৎসবে যোগদানের পূর্বে নিজেদের দেশে জুবিলী উৎসব পালনের প্রস্তুতি হিসাবে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার আয়োজন করিবেন।

১২। জুবিলী উৎসব ঃ-

মোহতারম নাজের সাহেব বলেন, হুজুর (আইঃ) এর এরশাদ মোতাবেক আমি আপনাদের শত বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এখন পর্যন্ত যে পরিমান চাঁদা পাওয়া উচিত ছিল এই খাতে সে পরিমাণ চাঁদা আসে নাই। যে সকল বন্ধু জুবিলী ফাণ্ডের ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহারা অবশ্যই জুবিলী উৎসবের পুর্বেই এই চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন। আমাদের হাতে সময় খুব কম। মাত্র পাঁচ বৎসর বাঁকী রহিয়াছে। কেন্দ্রে এখন হইতে শত বার্ষিকী জুবিলী উৎসবের সালানা জলসার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইতেছে। প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ও প্রচার-পত্র ছাপানোর কাজ বাঁকী আছে। সারা দুনিয়ায় আহমদীয়াত দ্বারা ইসলামের যে খেদমত করা হইতেছে তার উপর সচিত্র ইতিহাস প্রকাশিত করা হইবে। পৃথিবীর বড় বড় দেশ ও অনেক ভাষায় আমাদের লিটারেচার ছাপানো ও প্রকাশ করা হইবে। একশত দেশে আমাদের মিশন হাউজ স্থাপন করিতে হইবে। তদুপরি মোবাল্লেগ তৈরী ও মসজিদ তৈরী করার ব্যাপারও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বহু ভাষায় কোরআন শরীফ তরজমার প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। কোরআন শরীফের প্রতিটি তরজমায় লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার হইবে। সকল ব্যয়ভার বহনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। এই সকল কাজ ছাড়াও হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর কালাম ও কবিতা সমুহের টেপ তৈরী করিতে হইবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে বন্ধুগণ শতবার্ষিকী উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতে আসিবেন, তখন তাঁহারা এই সকল কালাম গাইতে গাইতে রাবওয়ায় প্রবেশ করিবেন।

বাংলাদেশের ভাইয়েরা তাহাদের দেশে এই কাজ সমুহ সম্পাদন করিরা জুবিলী উৎসবে যোগদান করিবেন। আপনাদের দেশের অর্থ আপনাদের দেশেই খরচ করিতে হইবে। বাংলাদেশের ভাইদের প্রতি আমার আরজ, আপনারা এই বিষয়ে বিশেষ নজর দিবেন।

আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে ও আমাদেরকে হুজুরের তাহরিকসমুহ বাস্তবে রূপায়িত করার তৌফিক দিন।

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পুর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্দী আঃ

তারুয়া জামাত আহমদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে তারুয়া জামাত আহমদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসা বিগত ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ায়ী ১৯৮৪ইং তারিখে স্থানীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত পেণ্ডেলে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে যোগদান করেন মরকজ হইতে আগত বুজুর্গান—মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব (আমীর, পঞ্জাব জামাত আহমদীয়া), মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব (নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ), মোহতারম মৌলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেব (নাজের উমুরে আম্মা), বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর মোহতারম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ভিজির আলী সাহেব এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহ আশেপাশের জামাতগুলি হইতে আগত শতাধিক আহমদী ভ্রাতা।

দুইদিন ব্যাপী এই সালানা জলসায় ৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বিকাল ২-৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় ওফ্‌দের প্রধান মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মুন্সী আবদুল রাজ্জাক সাহেব এবং নজম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব। অতঃপর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মৌঃ ডাঃ আহমদ আলী সাহেব জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং বিশেষতঃ এবারের জলসায় মরকজ হইতে আগত সম্মানিত মেহমানগণকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া সকলের পক্ষ হইতে খোশআমদেদ ও মোবারকবাদ পেশ করেন। অতঃপর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ভিজির আলী সাহেব উপস্থিত সুধীবৃন্দের সম্মুখে সম্মানিত মেহমানদের পরিচিতি তুলিয়া ধরেন। অতঃপর সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব। তারপর মোহতারম মৌলানা শফী আশরাফ সাহেব খাতামান্নাবীয়ীন-এর তাৎপর্য" বিষয়ে সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী আলোকপাত করেন। তারপর "আমাদের জীবনে হযরত রসুল-পাক (সাঃ)-এর "শিক্ষা ও আদর্শ" বিষয়ে জনাব মোঃ মোস্তফা আলী সাহেব। (অবঃ অতিরিক্ত কৃষি পরিচালক) মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর সভাপতি সাহেবর নির্দেশ ক্রমে জনাব ইব্রায়েইতুল হাসানের নজম পাঠের পর এই প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইহার অনুষ্ঠান সূচী ঘোষণায় ছিলেন জনাব আবদুস সালাম সাহেব (তারুয়া নিবাসী)।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় অবসর প্রাপ্ত সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব এবং নজম পাঠ করেন জনাব এস, এন, হাবিবুল্লাহ।

অতঃপর 'তরবিয়তে আওলাদ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোয়াল্লেম ওক্‌ফে-জদীদ জনাব মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী সাহেব। তারপর 'আহমদীয়াতের মাধ্যমে রুহানী বিপ্লব' বিষয়ে তত্বপুর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন মরকজ হইতে আগত ওফ্‌দের আমীর মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব। অতঃপর জনাব নূরুল হক সাহেব দুররে সামীন হইতে নজম পাঠ করিয়া শোনান। তারপর 'মালী কুরবানীর' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আবদুস সালাম সাহেব। অতঃপর 'ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব' বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব। তারপর "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি" এই সম্পর্কে অতি মুল্যবান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখেন মোহতারম চৌধুরী আলী কাশেম খান সাহেব, নায়েবে আমীর-(১ম) বাঃ আঃ আঃ ঢাকা। পরিশেষে সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশষণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ডাঃ শেখ হেলালউদ্দিন সাহেব। ৩য় অধিবেশন শনিবার বিকাল ৩ঘটিকা হইতে সন্ধা ৬ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মৌঃ আহমদ আলী সাহেব প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ তারুয়া ও চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। পবিত্র কোরআন পাঠ করেন মৌঃ সামসুজ্জামান সাহেব, মোয়াল্লেম ব্রাহ্মনবাড়ীয়া। নজম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব। অতঃপর দোয়ার তাৎপর্য্য ও নামাজের গুরুত্ব এই বিষয়ে বক্তব্য রাখের ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন সাহেব। "ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি" এই সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন জনাব হাফিজ উদ্দিন মস্তান সাহেব (চাঁদপুর) যুবকদের সংশোধন ও জামাতের উন্নতি "এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব (ভৈরব কলেজ) "বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের বিজয় অভিযান" এই সম্পকে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমেদ। অবঃ সদর মোবাল্লেগ। "ওফাতে ঈসা (আঃ) এবং ইসলামের বিজয়" এই বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন, মোহতারম মৌঃ ছলিমউল্যাহ সাহেব। "সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ" এই বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ বক্তব্য পেশ করেন জামাতের বিশিষ্ট কর্মি মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। সর্ব শেষে সভাপতির ভাষণ ও এজতেমায়ী দোয়ার পর তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসার শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা কয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব।

উল্লেখযোগ্য যে, গয়ের আহমদী বন্ধুগণ ও জলসায় শরীক হন।

সংবাদদাতা

—আবদুস সালাম। (তারুয়া)

পত্রিকান্তরে হামলার সংবাদ :

৭ই মার্চ থেকে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত না হওয়ায় কিছু কিছু সাময়িক বুলেটিন ও অনিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত "বার্তা" "(১৩ই মার্চ '৮৪)।" উক্ত "বার্তা"-এর সম্মুখ পৃষ্ঠাটি বক্স আকারে পুনঃমুদ্রিত করে সাপ্তাহিক "বিচিত্রা ১২বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১৬ই মার্চ ১৯৮৪ ইং। উল্লিখিত "বার্তা" পত্রিকাটি থেকে ১১ই মার্চ সংঘটিত হামলার পরিবেশিত সংবাদ নিয়ে দেওয়া গেল :

বার্তা

(নিজস্ব প্রতিবেদন) :

আহমদীয়া মিশনের মাহফিলে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের হামলা

ঢাকার বকশী বাজারস্থ আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র এবং পার্শ্ববর্তি আঞ্জুমানে আহমদীয়া মিশনের মাহফিলে সমবেতদের মধ্যে গত সোমবার এক সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়।

ঘটনার সময় কাদিয়ানী সমর্থকরা মিশনের আভ্যন্তরে মাহফিল করছিল। রাতপ্রায় সাড়ে ১০টার দিকে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ও মুসুল্লিরা লাঠি সোঠা নিয়ে মিশনের গেটে হামলা চালায়।

আক্রমন করিয়া মিশনের গেইট ভাংতে ব্যর্থ হয়ে ভেতরে আগুনের গোলা ছুড়ে মারে এবং পেণ্ডেলে আগুন লেগে যায়। আগুন নেভাতে দমকল বাহীনি এলে তাদের বাধা দেওয়া হয় এবং দমকল বাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনাস্থলে ৩ রাউণ্ড ফাকাগুলী ও পটকা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সংঘর্ষের বিস্তারিত কারণ জানা যায়নি।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক প্রকাশিত)।

রাজশাহীতে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বিগত ১৩ই মার্চ ১৯৮৪ ইং রোজ মঙ্গলবার রাবওয়া হইতে আগত বুজুর্গান ঢাকা হইতে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সহ রাজশাহী পৌছিলে মরকজ ওফ্‌দের প্রধান মোহতারম মির্জা আবদুল হক সাহেব রাজশাহী আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জন্য ক্রয়কৃত জায়গায় মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

এই পবিত্র অনুষ্ঠানটিতে আশেপাশের জামাতগুলি হইতে বহু সংখ্যক আহমদী উপস্থিত ছিলেন। মসজিদের ভিত্তিস্থাপনের পর ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত মসজিদ নির্মাণের সকল আয়োজন সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য খাস-ভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

খাকসার

—আসাদুজ্জামান

প্রেসিডেন্ট, রাজশাহী আঃ আঃ

মসিহ মওউদ দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা ঃ-

ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৩-৩-৮৪ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমা দারুত তবলিগ মসজিদে আল্লাহতায়ালার খাস ফজলে যথাযথ মর্যাদার সহিত মসিহ মওউদ দিবস উদযাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহতারম মোলভী মোহাম্মদ সাহেব, ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেন জনাব মৌঃ মনোয়ার আলী, সদর মোয়াল্লেম। নজম পাঠ করেম জনাব মাজহারুল হক সাহেব, সেক্রেটারী, ইশলা ও ইরশাদ (বাঃ আঃ)। এরপর 'মসিহ মওউদ দিবসের তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী, 'সুলতানুল কলম বা লেখনী সম্রাট-মসিহ মওউদ (আঃ)'-এর উপর জনাব মোহম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ, বা, ম, খ, আ, 'হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর সত্যতা' সম্বন্ধে জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দীন খন্দকার, সেক্রেটারী ইসলাহ ইরশাদ ঢাকা আঃ আঃ ও 'বর্তমান যামানার প্রতিশ্রুত মহা পুরুষ ইমাম মাহদী মীর্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী (আঃ), এর উপর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব আমীর ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব সভাপতির ভাষন দান করেন। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের গুরুত্ব ও মহান উদ্দেশ্যাবলীর বিষয় নির্দেশ করিয়া জামাতে আহমদীয়ার উপর ন্যাস্ত গুরু দায়িত্ব ভারের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষন করেন।

দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উল্লেখ্য সভার মাঝে আর একটি নজম পাঠ করেন জনাব মেহেরুল ইসলাম।

মোহাম্মদ সালেক

নারায়ণগঞ্জ ঃ-

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ২৭শে মার্চ ৮৪ ইং রোজ মঙ্গলবার বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে মসীহ মওউদ (আঃ) দিবস অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মুন্সী আবদুল খালেক সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং উর্দু নজম পাঠের পর আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর গুনাবলী এবং পবিত্র কর্মময় জীবনের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন মৌলভী মোস্তফা আলী সাহেব, মৌঃ ফজলুল করিম মোল্লা সাহেব, জনাব, এ, টি, এম, শফিকুল ইসলাম সাহেব, জনাব মনিরউদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব বোরহানুল হক সাহেব।

সভাপতির ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার পর উপস্থিত সকলের মধ্যে বিস্কুট পরিবেশন করা হয়।

-- মইনউদ্দিন জেঃ সেঃ (নারায়ণগঞ্জ)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ-

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৪-৩-৮৪ ইং রোজ শনিবার বাদ আছর থেকে মাগরেব পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে 'মসীহ মওউদ (আঃ) দিবস' উদযাপিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ডাঃ আনোয়ার হুসেন সাহেব। কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মজিদ আহম্মদ, নজম (উর্দু) পাঠ করেন জনাব মোঃ মুসলিম খন্দকার, বাংলা নজম পাঠ করেন জনাব ফারুক খন্দকার। উক্ত অনুষ্ঠানে মসিহ মওউদ (আঃ) দিবসের তাৎপর্য্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী, মৌঃ সলিম উল্লা সাহেব সদর মুয়াল্লেম, জনাব খন্দকার অনু মিয়া সাহেব এবং পরিশেষে সভাপতি সাহেব বক্তব্য রাখেন। মাগরেবের নামাজের পর ইজতেয়ামী দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

—মোস্তাক আহম্মদ খন্দকার (কায়েদ)

রাজশাহী ঃ-

গত ২৩-৩৮-৪ইং রোজ শুক্রবার রাজশাহী আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আসাদুজ্জামান সাহেবের বাসায় 'মসীহ মওউদ' দিবস উদযাপিত হয়।

আনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন জনাব ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম সাহেব, জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব ও প্রেসিডেন্ট সাহেব। ২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

—এম, এ, জামান (কায়েদ)

শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার জরুরী বিজ্ঞপ্তি

জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ;

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য মহান তৃতীয় খলিফা (রাঃ) ১৯৭৪ সালে শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা জারী করেন। ১৫ বছরের এই প্রোগ্রামের ইতিমধ্যে ১০ বছর গত হয়ে ১১ বছরে পদার্পন করেছে, অথচ যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি এ তাহরিকে শরীক হয়ে ওয়াদা করেছেন, হিসাব অনুযায়ী তাদের অধিকাংশের ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় খুবই নগন্য। এই কারণে বর্তমান খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) সকলকে ওয়াদার ১৫ ভাগের ১১ ভাগ অতিসত্তর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাই সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদের খেদমতে আবেদন, আপনাদের ওয়াদাকৃত চাঁদার ১৫ ভাগের ১১ ভাগ শীঘ্রই আদায় করে দিন।

জামাতের সকল প্রেসিডেন্ট ও জুবিলী ফাণ্ডের সেক্রেটারী সাহেবদের নিকট অনুরোধ, আপনারা উক্ত চাঁদা সত্তর আদায় করে তাদের নামের তালিকা খাকছারের নিকট পাঠিয়ে দিবেন এবং যেসকল ভ্রাতা ও ভগ্নির ওয়াদার টাকা বেশী বাকী তাদের নাম ও

ঠিকানা খাকছারের নিকট প্রেরন করুন যাতে আমরা সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যেসকল ভ্রাতা ও ভগ্নি এখনো এ তাহরিকে ওয়াদা করেন নাই তাদের নিকট আরজ করছি, তারা যেন সত্তর এতে অংশগ্রহণ করে চাঁদা দেন।

ওয়াসসালাম
খাকছার
মোহাম্মদ আবদুল জলিল,
সেক্রেটারী, শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

[—আর মোমেনগণের জন্য ইহা সম্ভব ছিল না যে, তাহারা সকলেই (একত্রিত হইয়া দ্বীনি-শিক্ষার জন্য) বাহির হয়। তবে কেন এইরূপ হইল না যে, তাহাদের জামাত হইতে বাহির হইত যাহাতে তাহারা ধর্ম পুরাপুরিভাবে শিখিত এবং ফিরিয়া নিজেদের কওমকে (অধার্মিকতা হইতে) সর্তক করিতে পারিত, যাহাতে তাহারা (বিপথগামিতাকে) ভয় করিতে থাকে। (সুরা তওবা : ১৫শ রুকু)]

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার
দশম বার্ষিকী কেন্দ্রীয় তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আগামী ১১ই মে রোজ শুক্রবার হইতে ২০শে মে '৮৪ রোজ রবিবার পর্যন্ত ১০দিনব্যাপী বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দশম বার্ষিকী কেন্দ্রীয় তালীম তরবীয়তী ক্লাশ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাল্লাহ।

ইতিমধ্যে যে সকল ভাই এস, এস, সি, পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহাদেরকে এই ক্লাশে যোগদান করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্যই এই ক্লাশের আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাছাড়া সর্বনিম্ন অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রগণও এই ক্লাশে যোগদান করিতে পারিবেন।

ক্লাশে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের খাওয়া ও অন্যান্য আনুষংগিক খরচের জন্য পাথাপিছু ১০০/০০ (একশত) টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। এই টাকা যত শীঘ্র সম্ভব "নাযেম মাল বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, ৪নং বকশী বাজার রোড ঢাকা" এই ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

প্রত্যেক বিভাগীয়, জেলা ও স্থানীয় কায়েদ সাহেবদেরকে এই ক্লাশে ছাত্রদের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় নিগরানী করিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। এই ব্যাপারে কায়েদ সাহেবগণ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট, সদর মুরুব্বী, মোয়াল্লেম সাহেবের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন।

অভিভাবক মহোদয়গণের খেদমতে আরজ পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত অনুসারে আপনাদের সন্তানদেরকে এই ক্লাশে প্রেরণ করিবেন। ক্লাশের পুর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

খাকছার
মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ন্যাশনাল কায়েদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ত্রয়োদশ কায়েদ সম্মেলন

আল্লাহতায়ালার-অশেষ ফজল ও করমে গত ১১ই মার্চ রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এয়োদশ কায়েদ সম্মেলন ঢাকায় সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে—আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

মরকজ থেকে আগত সম্মানিত মেহমান মোহতারম মোহাম্মদ শফি আশরাফ সাহেব নায়েব উমুরে আমা, এতে সভাপতিত্ব করেন।

পবিত্র তেলাওয়াতে কুরআন পাঠের পর আহাদ পাঠ করান মোহতারম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ন্যাশনাল কায়েদ। অতঃপর নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ-২ জনাব কাউসার আহমদ সাহেব নজম পাঠ করে শুনান। পরে সম্মানিত মেহমানগণকে স্বাগত জানান জনাব নাজমুল হক সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ—১

সম্বর্ধনার জবাবে মোহতারম মোহাম্মদ সফি আশরাফ সাহেব হুজুর (আইঃ)-এর তাহরিক অনুযায়ী সকল খোদ্দাম ও আতফালদেরকে "দায়ী ইলাল্লাহ" হতে আহ্বান জানান।

ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিকী রির্পোট পেশ করেন

সম্মেলনে উপস্থিত খোদ্দাম ও আতফালদের উদ্দেশ্যে মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, নায়েব ইসলাহ-ও-ইরশাদ, খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে গুরুত্বপুর্ণ ভাষণ দান করেন। তিনি খোদ্দামদেরকে দালান নির্মাণের ইটের সাথে তুলনা করে বলেন, অট্টালিকা নির্মাণের সময় ইট যেমন বলে না যে, "আমাকে যেখানে সেখানে লাগানো যাবে না অথবা আমাকে আমার পছন্দমত স্থানে লাগাতে হবে" এরূপ বলে না বলেই মিস্ত্রিরী, প্রকৌশলীগণ সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারেন। তদ্রুপ খোদ্দামদেরকে অনুরূপ হতে হবে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ ও কর্মকর্তাগণ যেখানে খুশী খোদ্দামদেরকে লাগাবেন। এর ফলে যেমন সুদৃশ্য অট্টালিকা তৈরী হয়, তেমনি খোদ্দামগণ যদি অনুরূপভাবে নিজেদের গঠণ করে, তাহলেই সুসংগঠিত জামাত গঠিত হয়ে ইসলামের ঐতিহ্য সৃষ্টি হবে।

তিনি কর্মকর্তাগণকে খোদ্দামদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে মোহতরম শফি আশরাফ সাহেব খোদ্দামুল আহমদীয়াকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলেন যে, তাদের সুসংগঠিত কর্মদ্বারাই ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হবে—ইন্‌শাআল্লাহ্ কায়েদ সম্মেলনে মোট ৬৬টি মজলিসের মধ্য থেকে ৪৯টি মজলিসের প্রতিনিধি এবং ৫৫৭ জন খোদ্দাম ও ৮৫ জন আতফাল যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মজলিসের নাযেমবৃন্দ বিভাগীয় কায়েদ, জেলা কায়েদ এবং স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেবান অথবা তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল, ন্যাশনাল মোতামাদ

বাঃ মঃ খোঃ আঃ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন ঃ—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমরই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী,, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম!

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar